কেমন হওয়া উচিত ছাত্রদের ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং

মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী

প্রথাগতভাবে বাংলাদেশে ছাত্ররা পড়াশোনার পাশাপাশি বাড়তি আয়ের জন্য সাধারণত টিউশনি করেন। অনেকেই বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পার্টটাইম কাজ করে থাকেন। যদিও তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশ কম। প্রায়ই দেখা যায় টিউশনি বা এই ধরনের কাজে তেমন দক্ষতা বাড়ে না। কিন্তু একজন ছাত্র ইচ্ছে করলে পড়াশোনার পাশাপাশি বাড়তি আয়ের জন্য খুব সহজেই ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে কাজ করতে পারেন। এতে আয়ের পাশাপাশি তার নিজের দক্ষতাও বাড়তে থাকে। তবে মার্কেটপ্লেসে কাজ করতে হলে যথাযথ প্রস্তুতি ও দক্ষতা অর্জনের বিষয় রয়েছে। একটি কথা প্রথমেই স্পষ্ট করা দরকার, ফ্রিল্যান্সিংয়ে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে আপনাকে কোনো না কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতেই হবে। যেসব বিষয়ের ওপর পড়ে ক্যারিয়ার গড়তে চান, সেসব বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে সেই বিষয় থেকে আয় করতে পারেন। যেমন– কোনো ছাত্র গ্রাফিক্স ডিজাইনে ক্যারিয়ার গড়তে ইচ্ছুক, তিনি যদি যেকোনো একটি মার্কেটপ্লেসে সাইনইন করে সেখানে কাজ করতে কী কী বিষয় জানতে হয় এবং কী কী দক্ষতা দরকার, তা জেনে সেই দক্ষতাগুলো অর্জন করার চেষ্টা করেন, তবে এই দক্ষতা কিন্তু তার ছাত্রজীবনের পরও কাজে লাগবে। কিন্তু কেউ যদি কর্মজীবনে গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে চান আর ফ্রিল্যান্সিংয়ের জন্য ডাটা এন্ট্রির কাজ করেন, তবে তা সঠিক হবে না। কারণ, এতে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের দক্ষতা তৈরি হবে না।

ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে বিভিন্ন বিষয়ের কাজ রয়েছে। অনেকের মধ্যেই একটি ভুল ধারণা আছে, ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে বোধহয় শুধু আইটির কাজ হয়। আসলে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং এসব ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসের একটি বড় অংশ হলো বিভিন্ন নন-আইটি বিষয়ক কাজ। একজন বিজনেসের ছাত্রও খুব সহজেই তার পছন্দের বিষয়ে কাজ করতে পারেন, যেমন– বিজনেস প্ল্যান তৈরি, ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস ইত্যাদি।

অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন ছাত্রদের আসলে কী ধরনের কাজ করা উচিত ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে। যদিও এই প্রশ্নের কোনো সহজ উত্তর নেই, তবে সাধারণভাবে বলা যায়, যে কাজে নিজের দক্ষতা বাড়ে ছাত্রদের সেসব কাজই করা উচিত। তবে কখনই শুধু টাকার জন্য কাজ করা উচিত নয়।

কী কী বিষয়ে কাজ করা যায়

প্রথমত যে বিষয়ে পড়ছেন সেই বিষয়েই ফ্রিল্যান্সিং করা উচিত। তবে কেউ যদি নিজের পছন্দমতো বিষয়ে না পড়েন এবং ভবিষ্যতে নিজের ক্যারিয়ার অন্য কোনো বিষয়ের ওপর করতে চান, তবে তাকে সেই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। নিচের বর্ণিত যেকোনো বিষয়ের ওপরই আপনি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারেন।

পিএইচপি, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ, এইচটিএমএল, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডিজাইন, এসইও, ওয়ার্ডপ্রেস, মাইএসকিউএল, ফটোশপ, সিএসএস, ফ্ল্যাশ, জাভাস্ক্রিপ্ট, আর্টিকেল লেখা, ইন্টারনেট মার্কেটিং, লোগো ডিজাইন, জুমলা, কপিরাইটিং, অ্যাজাক্স, ফেসবুক অ্যাপ্লিকেশন, নেটওয়ার্কিং, বিজনেস প্লানিং ও অ্যাকাউন্টিং ইত্যাদি। তবে ডাটাএন্ট্রি বা ম্যানুয়াল ধরনের কাজ কখনই করা উচিত নয়। কারণ এ ধরনের কাজে কোনো ধরনের দক্ষতা বাড়ার বিষয় থাকে না।

কী কী বিষয়ে চাই দক্ষতা

কারিগরি : কারিগরি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন হলো ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ারের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। আপনাকে অবশ্যই কোনো না কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যদি বিভিন্ন মার্কেটপ্লেসে গিয়ে দেখেন সেখানকার কাজ করার মতো কারিগরি দক্ষতা আপনার নেই, তাহলে প্রথমেই আপনাকে সেই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। দক্ষতা অর্জন না করে আপনি এই সেক্টরে তেমন কিছুই করতে পারবেন না। দক্ষতা অর্জন না করে বিকল্প পথ খুঁজতে গেলে বরং প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

যোগাযোগ : আপনাকে অবশ্যই যোগাযোগের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আপনি যদি কোনো বায়ারের কাছ থেকে কোনো কাজ পেতে চান, তাহলে তার সাথে কার্যকর উপায়ে যোগাযোগ করতে হবে। যেমন– কাজের ডেমো দেখানো, কোনো কনফিউশন থাকলে জিজ্ঞাসা করা। আপনার নিজেকে মার্কেটিং করার দক্ষতাও অর্জন করতে হবে, যদি আপনি সফল হতে চান।

ব্যবস্থাপনা : আপনাকে বিভিন্ন কাজ সঠিকভাবে করার জন্য নিজের মধ্যে ব্যবস্থাপনার বিষয়টি আয়ত্ত করতে হবে। অন্যথায় কিছুদিন পর যখন আপনি কাজ পেতে থাকবেন, তখন বিভিন্ন প্রজেক্টের বিভিন্ন কাজ এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। ফলে বায়ার অসন্তুষ্ট হতে পারে।

সময়ানুবর্তিতা : আপনাকে অবশ্যই সময়ানুবর্তী হতে হবে। সময়ের কাজ সময়ে সাবমিট করতে হবে। তা না হলে আপনি বায়ার ধরে রাখতে পারবেন না বা অথবা বাজে রেটিং পাবেন।

নৈতিক : সবসময় সততার পরিচয় দিতে হবে। আপনি যদি কোনো কাজ না পারেন, তাহলে সে কাজ নিতে যাবেন না।

ধৈর্য ও লেগে থাকার গুণ : প্রথম দিকে আপনাকে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। প্রথম কাজটি পেতে অনেকের বেশ কয়েক মাস সময় লেগে যায়, আবার অনেকে কয়েকটি বিডের পরই কাজ পেয়ে যান। তাই প্রথম দিকে লেগে থাকতে হবে ও ধীরে ধীরে নিজের দক্ষতা বাড়াতে হবে।

নিজের প্রস্তুতি

যেকোনো পরীক্ষা বা ক্যারিয়ারের জন্য যেমন যথাযথ প্রস্তুতির বিষয় থাকে, তেমনি ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার গড়তেও প্রস্তুতির বিষয় রয়েছে। প্রথমেই নিজের কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে হবে। নিজের কী কী দক্ষতা অর্জন করতে হবে তা জানতে দক্ষ ফ্রিল্যান্সারদের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে অথবা বিভিন্ন জনপ্রিয় ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে আপনার পছন্দের কাজের রিকোয়ারমেন্ট দেখতে পারেন।

উপরের ছবিতে ফ্রিল্যান্সারডটকম নামে একটি জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেসে লোগো ডিজাইন নামের একটি প্রজেক্ট দেখা যাচ্ছে। যদি প্রজেক্ট ডেসক্রিপশনের পর লক্ষ করেন, তবে দেখতে পাবেন প্রয়োজনীয় দক্ষতা হিসেবে গ্রাফিক্স ডিজাইন, লোগো ডিজাইন, ফটোশপ ও ওয়েবসাইট ডিজাইন দেয়া আছে। সুতরাং এই প্রজেক্টি সফলভাবে করতে চাইলে আপনার ওই দক্ষতাগুলো প্রয়োজন। আপনি যদি লোগো ডিজাইন নিয়ে ক্যারিয়ার গড়তে চান, তবে প্রথম থেকেই ওই বিষয়গুলোতে দক্ষতা অর্জন করা শুরু করেন। আবশ্যই কখনও দক্ষতা অর্জন না করে কোনো বিষয়ে কাজের জন্য বিড করবেন না। এতে আপনি কাজটি পেলেও শেষ করতে পারবেন না। ফলে আপনার প্রোফাইলে তা খারাপ মনোভাব তৈরি করবে।

কাজ করতে যেসব বিষয়ে দক্ষতা দরকার

কাজ	প্রয়োজনীয় দক্ষতা
ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট	এসটিএমএল, জাভাস্ক্রিপ্ট, সিএসএস, পিএইচপি, এএসপিডটনেট।
গ্রাফিক্স ডিজাইন	ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর।
থ্রিডি মডেল	অটোক্যাড।
রাইটিং	ক্রিয়েটিভ, সঠিক ও সুন্দর লেখার ক্ষমতা।
এসইও	সার্চ ইঞ্জিনগুলো সম্পর্কে ধারণা, বেসিক ওয়েব সম্পর্কে ধারণা।
বিজনেস প্লান	বিজনেস প্লানিং সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফরম্যাট সম্পর্কে ধারণা।
নেটওয়ার্কিং	নেটওয়ার্কিং সম্পর্কে ধারণা, বিভিন্ন সার্ভার অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা।

যা কখনই করা উচিত নয়

মনে রাখতে হবে, ছাত্রাবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে লেখাপড়া করা। ফ্রিল্যান্সিং কখনই লেখাপড়ায় যেনো কোনো ক্ষতি না করে। ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে অনেক সময় অনেক টাকা আয় করা সম্ভব, কিন্তু এই টাকা যাতে কোনোভাবেই লেখাপড়ার গুরুত্ব কমিয়ে না দেয়। কারণ, ভবিষ্যতে আরও বড় বড় কাজের জন্য বা সামাজিক স্বীকৃতির জন্য কিন্তু লেখাপড়ার দরকার আছে। আমি বলব, ফ্রিল্যান্সিংকে এমনভাবে নেয়া উচিত, যাতে লেখাপড়াতে বিঘ্ন তো ঘটাই না বরং তা লেখাপড়াতে বা নিজের পাঠ্য বিষয়ে আরও দক্ষ করে তুলে। যেমন– আপনি যখন ক্লাসে প্রোগ্রামিং শিখছেন, তখন যদি ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে আপনার সাবজেক্টের সংশ্লিষ্ট কী কী কাজ হয় দেখেন ও সেই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করার চেষ্টা করেন, তবে আপনার শিক্ষাজীবন শেষে সহপাঠীর চেয়ে বেশি দক্ষ হয়ে বের হয়ে আসবেন। কিন্তু কখনও যদি মনে হয় ফ্রিল্যান্সিং আপনার শিক্ষাজীবনে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে তবে পরামর্শ হলো ফ্রিল্যান্সিং কিছুদিনের জন্য বন্ধ রেখে পড়াশোনায় মন দিন।

ফ্রিল্যান্সিংয়ের নামে প্রতারণা

ফ্রিল্যান্সিং নিঃসন্দেহে আমাদের সামনে এক বিরাট সুযোগ নিয়ে এসেছে। কিন্তু সুযোগসন্ধানী প্রতারক চক্র মানুষের এই আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে প্রতারণামূলক ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস খুলে বসেছে। এসব সাইটে ফ্রিল্যান্সিংয়ের নামে এমএলএম পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। ইদানিং ডুল্যান্সার ও স্কাইল্যান্সার নামে দুটি কোম্পানি গ্রাহকের প্রায় কয়েকশ' কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। এই দুটি সাইটে মূলত ক্লিকের মাধ্যমে মাসে ২১০০ টাকা আয় কারার প্রলোভন দেখিয়ে ৭০০০ টাকা করে প্রায় কয়েক লাখ লোককে রেজিস্টার করেছিল। সুতরাং এ ধরনের সাইট যা মূলত কম কাজে বেশি টাকা দেয়ার প্রলোভন দেখায় এবং কোনো দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ থাকে না সেসব সাইট থেকে সবসময় দূরে থাকতে হবে।

শেষ কথা

নিঃসন্দেহে ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার ছাত্রদের জন্য একটি অসাধারণ সুযোগ, কিন্তু এর অপব্যবহার বা মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের ছাত্রদের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই এ বিষয়টি মাথায় রেখেই যেকোনো ছাত্রকে এই ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা করতে হবে। তবে কোনো ছাত্র যদি নিজের পঠিত বিষয় ও ভবিষ্যতের ক্যারিয়ার কি হবে সেই দিকটি মাথায় রেখে ফ্রিল্যান্সিংকে চিন্তা করেন তবে তা তার জন্য খুবই উপকারী হতে পারে। ছাত্রাবস্থার এই ফ্রিল্যান্সিং কাজের অভিজ্ঞতা তাকে পরে ক্যারিয়ারে উন্নতি করতে অনেক সাহায্য করবে। সর্বশেষ বলতে চাই, ছাত্রজীবনের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো শিক্ষা অর্জন। এর পাশাপাশি যদি দক্ষতা অর্জন ও আর্থিক প্রাপ্তি ঘটে তবে তা সোনায় সোহাগা। তবে ছাত্রাবস্থায় অন্য কোনো কাজ যদি শিক্ষা অর্জনের কাজকেই গৌণ করে দেয়, তবে তা বর্জন করাই বুদ্ধিমানের কাজ কজ

ফিডব্যাক : jabedmorshed@yahoo.com